History Study Material

Dumkal College

Semester-6, DSE Course-III

[History of Women in India]

ভারতবর্ষে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট।

[Unit-2: Feminism revisited in the Indian context]

আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে Feminism বা নারীবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপে যে নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় তার ঢেউ ভারতবর্ষেও আছড়ে পড়ে। এর প্রভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের সূচনায় ভারতে নারী মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার আসে। আর এক্ষেত্রে পণ্ডিতা রমাবাঈ, তারাবাঈ সিন্দে, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বেগম শরিফা হামিদ আলি, সাবিত্রীবাঈ প্রমুখেরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। নারীশিক্ষা ও নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সরোজিনী নাইডু ১৯১৭ সালে ভারতের নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুখ-শান্তির দাবিতে ভারত সরকারের কাছে একটা 'দাবিপত্র' পেশ করেন এবং মহিলাদের স্বায়ত্ব শাসনের নির্বাচনে মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করেন। তবে এই নারী মুক্তি আন্দোলনে কেবল মহিলারাই নয়, বহু উদারচেতা ব্যক্তিও সামিল হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কেশব চন্দ্র সেন, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রমুখের নাম উল্লেখের দাবী রাখে।

রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কার-যেমন বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, কন্যাপণ, কৌলীন্য প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ ইত্যাদি অমানবিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি এগুলি নিবারণের জন্য বিভিন্ন সংবাদ পত্রের মাধ্যমে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন। বস্তুত তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৭ নম্বর রেগুলেশন জারী করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। কেবলমাত্র প্রচলিত এই কুপ্রথার হাত থেকে নারীর জীবন রক্ষাই নয়, মর্যাদা সহকারে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাও তিনি করেন। এছাড়া তিনি নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার ও দাবী প্রতিষ্ঠিত করা এবং নারীপুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার সপক্ষেও সোচ্চার হন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও নারী শিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের

DumkaCollege

১৬ ই জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। বস্তুত তাঁরই প্রচেষ্টায় সরকার ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে 'Age of Consent Bill' পাশ করে। যার ফলে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বাড়িয়ে ১২ বছর করা হয়।

কেশবচন্দ্র সেনও নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি **'ভারতীয় সংস্কার সভা'** নামে একটি সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল শিক্ষাবিস্তার ও নারীপ্রগতি। এছাড়া কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের স্ত্রীদের উন্নতিকল্পে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও কেশবচন্দ্র সেনের অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের আহ্বানে মেরী কার্পেন্টার ভারতে আসেন এবং তিনি লক্ষ্য করেন যে স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বাধা হল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। এইজন্য ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে Carpenter, কেশবচন্দ্র এবং Annette Akroyd নামে আরেকজন ইংরেজ মহিলার সাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। যা বাংলায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম পদক্ষেপ।

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রমুখ তাঁদের সাহিত্য রচনার মাধ্যমে সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেন। এঁরা কেউই সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, তাই একজন সমাজ সংস্কারকের ন্যায় এঁরা হয়ত প্রত্যক্ষভাবে নারীমুক্তি আন্দোলনে যোগদান করেননি, কিন্তু নারীদের সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখিয়ে নারী মুক্তির সপক্ষে এক শক্তিশালী জনমত গঠনে তাঁরা যে অবদান রেখে গেছেন তা অনস্বীকার্য।

Dumka College